টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকমকে ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মাঘ-ফাল্গুনের
শুভ বিবাহের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম
কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 2nd Feb. 1972 | ৩৪শ সংখ্যা

মুর্শিদাবাদ জেলার সেসন জজের বিচারে পুত্র ও পুত্রবধূর প্রাণনাশের অভিযোগে পিতা ও তার সহকারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বিগত ১৯৬৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি নয় ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর গ্রামে জৈনপল্লীর সন্নিকটে শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে নৃশংসভাবে হত্যার দায়ে অঘোরনাথ ও তার শ্যালক বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জী সেসন সোপরদ্দ হয়। ফৌজদারী দণ্ড বিধির ৩০২ ও ১২০ ধারায় আসামীদ্বয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

জনতার প্রহারে ৩ জন ডাকাত ও তাদের আশ্রয়দাতা ২ জন নিহত—গ্রাম-বাংলায় দারুণ চাঞ্চল্য

গত ২৬শে জানুয়ারী সকাল ন'টার সময় চারজন লোককে সন্দেহজনকভাবে রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর গ্রামের বলরাম ঘোষের বাড়ীতে ঢুকতে দেখে জনতার সন্দেহ হয়। তাঁরা গৃহস্বামীকে লোকগুলোকে বাইরে বের করে দিতে বলেন। কিন্তু বলরাম ঘোষ তাঁদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বাড়ীর সকলে একত্রে জনতাকে আক্রমণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা আক্রমণের পাল্টা জবাব দেন। তাঁরা বাড়ী চড়াও করেন। আক্রমণকারীদের ভীষণভাবে প্রহার দেওয়ার ফলে তিনজন ডাকাত, গৃহস্বামী ও তার রক্ষিতা ঘটনাস্থলে মারা যায়। একজন ডাকাতকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চারটি কলসী কিছু গহনাপত্র ও একটা পাইপগান পাওয়া যায়। ঐ মালগুলো আগের রাত্রে সাগরদীঘি থানার মালিয়াডাঙ্গা গ্রামের জ্যাকেরিয়ার বাড়ীর ডাকাতির মাল বলে প্রকাশ।

ট্রাক ও চোরাই মাল উদ্ধার

গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি ৮/৮৷৷০ টার সময় ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর মোড়গ্রামের নিকট কয়েকজন দুষ্কৃতকারী চাল বোঝাই একটা ট্রাককে আটক করে ট্রাকের ড্রাইভার, মালিক ও খালাসিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিজেদের ড্রাইভার দিয়ে চাল বোঝাই ট্রাকটি নিয়ে উধাও হয়। কিন্তু কান্দী মহকুমার বরঞার কাছে ট্রাকটি দুর্ঘটনায় পড়লে দুষ্কৃতকারীরা গাড়ী ও মাল ছেড়ে পালিয়ে যায়। সমস্ত চোরাই মালই উদ্ধার হয়েছে।

রাজাকার গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২৬শে জানুয়ারী—গতকাল জিয়াগঞ্জে শীতল মল্লিক নামে একজন রাজাকারকে স্থানীয় জনসাধারণ ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। শীতল রাজশাহীর লোক এবং বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলে পাক-আমলে অনেক অত্যাচার করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং শীতল গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ কিছু লোক তার পিছু ধাওয়া করে জিয়াগঞ্জে তাকে ধরে ফেলে এবং উত্তম-মধ্যম ধোলাইয়ের পর স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় জিয়াগঞ্জে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত শীতলকে নিয়ে মোট তিনজন রাজাকারকে জিয়াগঞ্জ পুলিশ ধরতে সক্ষম হয়েছে।

জঙ্গিপুর মহকুমা দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ৩০-১-৭২ স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক মাঠে মহকুমা দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এ্যাসোশিয়েশন। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন এ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়। গত বছরের মত এবারও গৌরীপতিবাবু স্পোর্টস্ এর ব্যয়ভার বহন করেন। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন রঘুনাথগঞ্জের সেবাশিবির ক্লাব।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ ‘কত দূর আর কত দূর……’ ॥

‘গদী পাব, প্রাইভেট সেক্রেটারী পাব, সেক্রেটারিয়েট টেবিল পাব, অঢেল ফুলের মালা পাব ইত্যাদির খোয়াব আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দুই প্রধান রাজনৈতিক জোটের মধ্যে। প্রশ্নটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে। একে উপলক্ষ্য করে নানা রাজনৈতিক ধ্বজাধারীদের মধ্যে সলা-পরামর্শ বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসছে। আপাতত ব্যাপারটা এসে দাঁড়িয়েছে নব কংগ্রেস প্রমুখ দলের জোট এবং সি,পি, এম নেতৃত্বের জোট, এই দুইটি প্রধান শিবির এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে আপন আপন বাহিনী ঠিক করে রাখছেন। উদ্দেশ্য এই রাজ্যের সরকার পরিচালনাভার গ্রহণ করা। জনগণের মনে একটা আশ্বাস আনা যে, এ রাজ্যে অতঃপর রাজনৈতিক স্থিরতা এবং শান্তি আসবে।

অবশ্য সরকার একটা গঠিত হলেই যে তা পাকাপোক্ত হবে, এ নিশ্চয়তা অন্ততঃ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারা যাচ্ছে না এবং আবার সেই পুরোনো খেয়োখেয়ির কচকচি যে চলবে না তারও কোন সঠিক আশ্বাস কেউই দিতে পারছেন না; আর রাজনৈতিক খুনোখুনি যে বন্ধ হয়ে যাবে এটাই বা কে বলতে পারছেন? কারণ এখানকার মানুষ রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিণাম দেখেছেন, নিজেদের প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। এই অস্থিরতায় সারা সমাজজীবনটা টলমল করেছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু তবুও স্থিরতা আসেনি। পর পর নির্বাচনে যে লাভের আশা আমরা করেছিলাম, একুনে শূন্য ছাড়া আর কিছু প্রাপ্তি ঘটেনি।

কাজেই আবার সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবারের নির্বাচন দ্বারা রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে কিনা, মানুষ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবে কিনা, রাজনৈতিক দলমতনির্ব্বিশেষে আপন আপন কথা বলবার এবং মত প্রকাশ করবার নিরাপদ সুযোগ থাকবে কিনা, এখানে-সেখানে যখন-তখন বহু যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকা বন্ধ হবে কিনা, প্রকাশ্য রাজপথে দিনের আলোয় হত্যার বিভীষিকা থামবে কিনা, সমাজটা সুস্থ চেহারা নিয়ে চলতে পারবে কিনা।

এটা গেল এক দিকের কথা। অন্যভাবেও আজ ভাববার সময় এসেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কতখানি প্রয়োজন। বাংলাদেশ দীর্ঘ সংগ্রামের পর অজস্র ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করে আজ স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সুনিবিড় বন্ধুত্ব পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতির পারস্পরিক সহযোগিতা এই রাজ্যের ভেতর দিয়েই চলবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্বের মত এক অস্থির এবং বিভীষিকা বিরাজ করলে উভয় দেশেরই ক্ষতি। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতির মাত্রা সমগ্র ভারতের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি হবে এ কথা অনস্বীকার্য। আজ এপার বাংলা-ওপার বাংলার মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের স্বর্ণদ্বার খুলে গেছে; উভয় দেশের বাঙ্গালী এর থেকে চরমভাবে বঞ্চিত ছিল। তাই আন্তরিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র যাতে করে আরও সম্প্রসারিত হতে থাকে, তার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।

এইজন্যেই এপারের নির্বাচন একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে আসরে নামছে। শুধু ভোটে জয়লাভ আর সরকারী কর্ত্তৃত্ব পাওয়া গেল, এই আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছা যদি নির্বাচনের লক্ষ্য হয়, তবে সে নির্বাচন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই দায়িত্ব এসেছে যেমন শাসককুলের ওপর, তেমনি এসেছে জনগণের উপরেও। আমাদের দেখতে হবে, ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। যে করেই হোক, এ রাজ্যের রাজনীতি আর যেন অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে না চলে, সমাজ-জীবন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম যেন না হয়, মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজ নিজ কর্মপথে চলতে পারে। দলবাজির খেয়োখেয়ি এবং দলীয় স্বার্থরক্ষার চেয়ে আজ সারা দেশের স্বার্থ বড়। এই দেশের স্বার্থকে সব কিছুর উর্দ্ধে রেখে কাজে এগিয়ে যেতে হবে। দলীয় স্বার্থ তাতে যদি কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয় তাও মেনে নিতে হবে। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির এ কথা ভাববার সময় এসেছে। তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি, আগে দেশ, তারপর নিজের নিজের দল। পশ্চিমবঙ্গ বিগত কয়েক বৎসর ধরে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে—এটা জেনেও-না-জানা বুঝেও-না-বোঝার সময় আর নাই। সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আবার বলি, নেতারা আগে দেশকে দেখুন; দলীয় স্বার্থের জন্যে দেশকে বলি দেবেন না।

দুর্ধর্ষ আসামী গ্রেপ্তার

গত ১২ই জানুয়ারী জঙ্গিপুর সংবাদে “প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ– মাঠের মধ্যে মানুষের ৩টি বিচ্ছিন্ন আঙ্গুল” প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে বিচ্ছিন্ন আঙ্গুলের মালিককে পুলিশ অনেক অনুসন্ধানের পর খুঁজে বের করেছে। তার নাম ইসমাইল সেখ ওরফে মেঘু। সে পাকুড় থানার একজন দাগী আসামী।

ডাকাতি

গত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত সাগরদীঘি থানার চোরদীঘি গ্রামের সনাতন হেমব্রামের বাড়ী আক্রমণ করলে গৃহস্বামী প্রবল বাধা দেয়। ডাকাতেরা বেগতিক দেখে বাড়ীর নীচের তলা থেকে কিছু নগদ টাকা ও ধান-চাল নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তার করে।

* * *

গত ১৭-১-৭২ রাত্রে সাগরদীঘি থানার হলদী গ্রামের এক বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে কাশিয়াবোনা গ্রামের সাত্তার সেখ ধরা পড়ে। গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হ’য়ে সে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

রূপসী বাংলা ঃ

কবি মননের অন্তরঙ্গ ছবি

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস। এই কাব্যের রচনাকাল ১৯৩২। কবিতাগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্য্যায়ের শেষের দিকের ফসল। কবি 'একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রায় 'প্রতিটি কবিতা মৃত্যু চেতনায় আচ্ছন্ন।' এই চেতনা তাঁর জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি বশতঃই।

জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে 'আত্মলীন কবি'। বরং বলা যেতে পারে 'সব চেয়ে ব্যক্তিগত কবি।' তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ সুর-প্রকৃতি চেতনা। আর এই চেতনা 'মহা পার্থিব।' তিনি একদিকে যেমন 'পাড়াগাঁর গা থেকে পান রূপশালী ধানভরা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ। অন্য দিকে বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে তাঁর মানসনাবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোক-গুলো পর্য্যন্ত।'

'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি 'কবির কাছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপর পক্ষে সার্বিক বোধে অশরীরী। গ্রাম-বাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রস্থতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর।'

কবি 'রূপকথা, ইতিহাস, প্রকৃতি' হতে নিয়েছেন চিত্রকল্প—যার মধ্যে পাওয়া যায় 'অকৃত্রিম বাংলা-দেশের অন্তরঙ্গ গন্ধস্পর্শ।' আর এই চিত্রকল্পেই ফুটেছে বাংলার রূপ। কবি দেখেছেন এই 'শ্যামা আর খঞ্জনার দেশে' গ্রাম বাংলার অপরূপ রূপ। পেয়েছেন তিনি 'নরম ধানের গন্ধ' 'কলমীর ঘ্রাণ,' হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা, শরপুঁটি দের মৃদু ঘ্রাণ।' কবি প্রতীতী জন্মেছে—'এরই মাঝে বাংলার প্রাণ' আছে। এই বাংলাদেশেই কবি দেখেছেন—

এখানে আকাশ-নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা-রং তার আশ্বিনের আলোর
মতন।
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভরে ; বার বার রোদ তার
সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙরায়।

আবার কবিকে বলতে শোনা যায়—

বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ণ ভরে/সোনালী রোদের রঙ দেখিয়াছি—দেহের প্রথম কোন প্রেমের মতন রূপ তার—। * * * ঘাস আমি দেখিয়াছি ; দেখেছি সজনে ফুল চুপে চুপে পড়িতেছে ঝরে/মৃদু ঘাসে ; শান্তি পায় ; দেখেছি হলুদ পাখী বহুক্ষণ থাকে চুপ করে/নির্জন আমের ডালে দুলে যায়।

বাংলার গ্রাম কবির অতি প্রিয়, আত্মার আত্মীয়। কবি হৃদয় এই বাংলার প্রকৃতির নিকট হতে শিখেছে কত কথা শুধু 'এ জনমে নয়—যেন ঢের যুগ ধরে'। তার স্বাক্ষর বাংলার প্রান্তর আর বাংলার শঙ্খচিল। কবি বলেন—

পাড়াগাঁর দু'প্রহরে ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ
লেগে আছে
স্বপনের ; —কোন গল্প, কি কাহিনী ; কি স্বপ্ন
যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে, আহা, কেউ তাহা জানে নাকো—
কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ঐ প্রান্তরের শঙ্খচিল।

শান্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত। কবিও শান্তির পিয়াসী। অন্বিষ্ট কবি পেয়েছেন তা এই বাংলায়, বাংলার বিরাট প্রান্তরে।—

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের
মনে,
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখীরে
রাখে ঢেকে ;
জামের আড়ালে সেই বউ কথা কওটিরে যদি
ফেল দেখে
একবার—একবার দু'প্রহর অপরাহ্ণে যদি এই
ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও—তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে
এই বনে।

এই মোহ ছিন্ন করা দুষ্কর। বাংলার 'এই আকন্দ বাসকলতা ঘেরা নীলমাঠ,' 'জলসিড়ি নদীটির পারে বিশীর্ণ বটের পশমের মতো লাল ফল' নয়ন জুড়ায় আর এখানে 'ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে শোনায় লক্ষীর গল্প,' নির্জনে শোনায় 'নদী ভাসানের গান' আর 'ভাঁট আশশ্যাওড়ার বন বাতাসে কি কয়'!

বাংলার এমন নয়ন বিমোহন রূপ তিনি আর কোথাও দেখেন নি। কবি যখন বলেন—

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস—
প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীলবুকে আছে
তাহাদের
গঙ্গা ফড়িঙের নীড়, কাঁচ পোকা, প্রজাপতি,
শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাখা—বটের অজস্র ফল ঝরে
বারে বারে
তাহাদের শ্যামবুকে—।

ঋতুতে ঋতুতে বাংলাদেশ সাজ পাল্টায়, নূতন বেশ পড়ে। কবি দেখেন হেমন্তের এক অপরাহ্ণের বিবর্ণ রূপ। চোখে পড়ে সবুজ ঘাসের চোখে সোঁদা ধুলো।

যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়/কার্ত্তিকের অপরাহ্ণে হিজলের পাতা সাদা উঠানের গায়/ঝরে পড়ে ; পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় হাঁস………।

আবার কবির মনে হয়েছে বাদলা দিনের কথা। 'আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহল মেঘের ছায়ায়/চাঁদ সদাগর ; তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে/কালীদহে কবে তারা পড়েছিল ঝড়ের আকাশে…… সেদিন অসংখ্য পাখী উড়েছিল কালো বাতাসের গায়। আজ ধলেশ্বরীর চুড়ায়/গাঙ শালিখের ঝাঁক।'

কবির চোখের সামনে ভাসে বাংলার মুখ, অন্তরে স্পষ্ট বাংলার অন্তরঙ্গ ছবি সে ছবি বড় সুন্দর। তাঁকে বলতে শোনা যায়—

অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে
আছে
ভোরের দয়েল পাখী—চারিদিকে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে
চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে তাহাদের ছায়া
পড়িয়াছে ;

বাংলার মুখ কবির একান্ত পরিচিত। এখানে থেকে যাওয়ার বাসনা তাঁর মনে প্রবল—'আমি এই বাংলার

পারে/রয়ে যাব ; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ; /দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে/ধবল রোমের নীচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে/নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে/বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে।' কবি আপন হৃদয়ের পাশে শুনেছেন তার ডাক। তাই কবি কণ্ঠ প্রত্যয়ে এমন বলিষ্ঠ, অন্তরঙ্গতায় এমন নিবিড়, অঙ্গীকারে এমন ঋজু এবং স্পষ্ট—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি
পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। ···· ···

এমনই হিজল বট-তমালের নীলছায়া বাংলার অপরূপ রূপ। —আগামী সংখ্যায় শেষ

জঙ্গীপুর-সংবাদ

—শ্রীস্নিগ্ধা ব্যানার্জ্জী

জঙ্গীপুর দেখ্‌তে চান? আসুন। নামুন জঙ্গীপুর রোড ষ্টেশনে। ··· নামলাম। তারপর একটী রিক্সায় যাত্রা করলাম জঙ্গীপুরের উদ্দেশ্যে। শহরে প্রবেশ করবার মুখেই পথের বামদিকে নজরে পড়লো সদর হাসপাতাল। তারপর ফুলতলা। সোজা এগিয়ে চলে রিক্সা। মনে মনে ভাবছি, রিক্সা শহরে প্রবেশ করছে না কেন, কি ব্যাপার!

এমন সময় নজরে পড়্‌লো, "ছায়াবাণী সিনেমা" নামের একটা নাম-ফলক, সিনেমা হলের প্রাচীরে। শহরের মানুষের তাহলে রসবোধ আছে। ছায়া ও বাণী একত্রে ছায়াবাণী। নামটী সিনেমা ঘরের পক্ষে বেশ মানানসই নাম। রাজপথের অপর পাশে বড় নাম ফলকে সুন্দর হাতের লেখা নজরে পড়ে "শ্রীঅরুণ।" চমকে উঠ্‌লাম। ভাবলাম মানুষ নিজের নামের ফলক লাগানো পছন্দ করে ঠিকই, কিন্তু নিজের নামের নাম ফলক অতবড় বড় অক্ষরে লিখে ব্যবহার করতে কাউকে দেখিনি। ভাল করে নজর দিতেই চমক ভাঙ্গলো। বুঝলাম ওটা নামের ফলক নয়, ষ্টুডিওর বিজ্ঞাপন-ফলক। ফটোগ্রাফারের নাম 'শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জী। প্রশংসা করি মনে মনে নাম করণের।

রিক্সা থামলো গঙ্গার তীরে। রিক্সাওয়ালা জানায় নদী পার হ'য়ে ওপারে জঙ্গীপুর।

বললাম, "তাহলে এই শহরের নাম কি?"

রিক্সাওয়ালা উত্তর দিল এ শহরের নাম "রঘুনাথগঞ্জ।" এই শহরই মহকুমার সদর শহর। ওপারে জঙ্গীপুর অনেকটা গ্রামের মত। এপারেই অফিস কাছারী সব কিছুই। ওপারে শুধু আছে কলেজ, একটি স্কুল ও বি, ডি, ও অফিস।

ভাবলাম, এসে যখন পড়েছি তখন জঙ্গীপুর দেখেই আসি। তারপর নদী পার হ'য়ে আবার রঘুনাথগঞ্জ শহর দর্শন করবো।

রিক্সাওয়ালার কথাই ঠিক। জঙ্গীপুর গ্রামের মতই। এ জায়গাটার নাম আবার "সাহেব বাজার।' বাহারী নাম। কিন্তু সাহেবের চিহ্নও দেখলাম না। সাহেব কুঠি নাম নিয়ে যে বাড়ীখানি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সাহেবদের নাম ছিল বলে কল্পনা করতেও বাধে। আশেপাশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই মাড়োয়ারী বা মুসলমানদের। প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যেও কোন নূতনত্বের ছোঁয়া লাগে নি। যেমন 'মুন্দ্রা বস্ত্রালয়,' 'জহরমল মুন্দ্রা এণ্ড সন্স' এই সব। মুন্দ্রা বস্ত্রালয় বেশ সাজানো দোকান। নামে পুরাতনের ছোঁয়া থাকলেও অঙ্গ সজ্জায় আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। কাঁচের আলমারীগুলি ঘরের রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাজানো। দেওয়াল ঘড়িটীও এমন রঙের যে ঘড়ি বলে প্রথমে বোঝা যায় না।

সহসা নজরে পড়ে একটি ছোট ঘর ততোধিক ছোট একটি বিজ্ঞাপন-ফলক "শুভ্রশ্রী"। চমক লাগ্‌লো। নামের মধ্যে বেশ একটা সাহিত্যিক-সাহিত্যিক ভাব। কিসের দোকান! দেখলাম "লন্ড্রী"। যে প্রতিষ্ঠান শুভ্রতার ভিতর শ্রী ফুটিয়ে তোলে তার নাম "শুভ্রশ্রী।" আনন্দই হ'লো। ছোট্ট শহর, প্রায় গ্রাম বললেই হয়, তারও বুকে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া! প্রতিষ্ঠানের নাম করণের মধ্যে সেই ছাপ ফুটে উঠেছে।

পথে আর তেমন কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী নাম ফলক চোখে পড়লো না। ফেরী ঘাটে এসে নৌকায় চাপলাম। নামলাম রঘুনাথগঞ্জে। ঘাটে উঠ্‌তেই লোকের কাছে জানতে পারলাম, এই রাস্তার নাম—"কারমাইকেল রোড্‌।" বেশ বেদনা অনুভব করলাম মনে। চারদিকে আজ নাম বদলের পালা চল্‌ছে। কলকাতার সব পথের সাহেবী নাম পরিবর্ত্তন করে সব দেশী নাম রাখা হচ্ছে। অথচ এখানে এখনো "কারমাইকেল" সাহেব বিরাজ করছেন। আশ্চর্য্য! পৌরসভা ইচ্ছা করলেই নাম পরিবর্ত্তন ক'রে, জঙ্গীপুর মহকুমার অমর শহীদ নলিনী বাগ্‌চীর নামে অনায়াসে এর নামকরণ করতে পারেন। কিংবা জঙ্গীপুর গৌরব দাদাঠাকুরের নামেও নাম রাখা যায়। শুধু সদিচ্ছা থাকলেই

হলো। যাক ও বিষয়ে আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? আমার কাজ দেখা, আমি দেখে যাই। দূর থেকে সুন্দর সাজানো একটী দোকান ঘর নজরে পড়লো। নাম—"ভারতী ইলেক্‌ট্রিকাল্‌স্‌।" কাছে এসে ভিতরে দৃষ্টি দিলাম। ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম আছে বটে, কিন্তু আসলে এটি একটি "মনোহারী" দোকান। দোকানে আছে তেল সাবান স্নো, মেয়েদের রকমারী আ'টি চুল চুড়ি, আর আছে নানা জাতীয় খেলনা; তার সঙ্গে আছে "ঊষা" সেলাই কল, আর রকমারী রেডিও। নামকরণ ঠিক মানান সই নয়। তবে হ্যাঁ, মালিকের শিল্পরুচির প্রশংসা করতে হয়। পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। অদ্ভুত ছিমছাম সব আসবাবপত্রগুলি।

বাম দিকে ঘুরে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ে সুন্দর একটী নাম-ফলক, "কত বই কত খেলা।" থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ রকম অপূর্ব্ব নামকরণ কখনও দেখি নি। খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম দোকানটী বই ও খেলাধুলার সরঞ্জামের। ছোট সাদামাটা কথায় এমন সুন্দর মানান সই নামকরণের প্রশংসা করতে হয়। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই এখানকার মানুষের রুচিবোধের প্রশংসা করছি মনে মনে।

ক্রমশঃ

কেরোসিনের দুষ্প্রাপ্যতা/অব্যবস্থা মোচনে কন্‌ট্রোলারের গড়িমসি

কেরোসিনের অভাব প্রায় প্রতি গ্রামেই সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক যুদ্ধে সরকার থেকে খোলা বাজারে কেরোসিন বিক্রী প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে আজ এই অবস্থা। এম, আর, ডিলারের কাছ থেকে রেশন কার্ড দেখিয়ে যা কেরোসিন পাওয়া যায় তাতে অভাব মোচন হয় না। অথচ আরও কেরোসিন বিক্রী করার যে সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে অথচ যাদের মুদিখানার দোকান আছে এবং কেরোসিন বিক্রীর লাইসেন্স আছে, তাদেরকেও কেরোসিন সরবরাহ করার কোন অনুমতি এজেন্টদের দেওয়া হয় নি। ফলে দোকানদাররা কেরোসিন পাচ্ছেন না। যদি তাঁদেরকে কেরোসিন সরবরাহ করা না হয়, তবে কেন তাঁদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে? আর তাঁরা যে লাইসেন্স ফি দিয়েছেন, এত ঘোরাঘুরি করে লাইসেন্স বের করেছেন, দু-পয়সা লাভের আশায় নিশ্চয়ই। যদি তাদের কেরোসিন সরবরাহ করা না হয়, তবে ফি-এর টাকা ফেরত দিয়ে লাইসেন্স ফেরত নিন বলে এই সমস্ত দোকানদারগণ অভিযোগ করছেন। অপর দিকে, এজেন্টগণও প্রচুর কোরোসিন ষ্টক করেছেন এবং ডিলারদের দেওয়ার পর আর কোন

— পর পৃষ্ঠায় দেখুন

আজ সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প

আয় বৃদ্ধি করুন

এখন আরও সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

নতুন সিকিউরিটি-অধিকতর লাভ-পছন্দসই লগ্নীর উপায় বৃদ্ধি আকর্ষণীয় কর রেহাই—সময় সীমা হ্রাস।

নীচের যে কোন পরিকল্পে হিসাব খুলুন।

* ১, ৩, ৫ বছর মেয়াদী পোঃ অফিস টাইম ডিপজিট
জমা ৫০ টাকার গুণিতকে এবং পাশবই খোলা যাবে মাত্র ব্যক্তির ও অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নামে। সুদ যথাক্রমে ৬% ৭% ও ৭¼% হারে বাৎসরিক দেয়।
* পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
ব্যক্তির ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নামে পাশ বইতে চক্রবৃদ্ধিহারে করমুক্ত বার্ষিক সুদ %, সমগ্র আর্থিক বছরে অন্যূন ১০০ টাকা জমায় ¼% ও ২ বছরের বদ্ধ আমানতে ৪½%
* কিউম্যুলেটিভ টাইম ডিপজিট (৫, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী)
মাসিক জমা ৫ টাকার গুণিতকে এবং মাত্র ব্যক্তির নামে পাশবই হবে, চক্রবৃদ্ধিহারে করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৫ ও ১০ বছর মেয়াদী আমানতে ৪.৭৫% ও ১৫-বছর মেয়াদী আমানতে ৫% ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী আমানতে জীবনবীমার প্রিমিয়াম ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমার মত আয়করের রিবেট পাওয়া যায়।
* ১৫-বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড
জমা ৫ টাকার গুণিতকে এবং বার্ষিক বীমার নিম্নসীমা ১০০ টাকা ও উর্দ্ধসীমা ১৫০০০ টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে করমুক্ত সুদ ৫% পাশবই থেকে ঋণ নেওয়া ও আংশিক তোলার সুবিধা আছে, বার্ষিক জমা টাকায় জীবনবীমার প্রিমিয়াম-এর মত আয়কর রিবেট পাওয়া যায়। আমানত আদালতের ক্রোকযোগ্য নহে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটাস বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩

জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ (বহরমপুর) কর্ত্তৃক নিবেদিত।

কেরোসিনের দুষ্প্রাপ্যতা/অব্যবস্থা মোচনে কন্ট্রোলারের গড়িমসি

৫ম পৃষ্ঠার পর

দোকানদারকে সরবরাহ করতে পারছেন না— ফলে প্রচুর ষ্টক জমা হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে কেরোসিন ট্যাঙ্কের লরী ফেরত দিতে হচ্ছে বলে তাদেরও অভিযোগ কন্ট্রোলার মহোদয়ের উপর। তবুও কন্ট্রোলার সুরাহা করে দিতে পারছেন না।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

২৪/৬৯ স্বত্ব ডিঃ তপনকুমার রায় দিং দেঃ জিমুতকুমার সিংহ রায় নাঃ দিং পক্ষে অলি পিতা ও স্বয়ং অনিলকুমার সিংহ রায় দাবি ৩৬০.৮৫ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৬ শতকের কাত ১.৪৬ পয়সা মধ্যে ৩ শতক আঃ ৭৫৲ খং নং ৮৭৭ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ২.০৫ পয়সা মধ্যে ৮ শতক আঃ ১৫০৲ খং ৮৭৫।

২/৬৯ মনি ডিঃ উষারাণী দাসী দেঃ ভারতী মণ্ডল দাবি ৩৪২.১২ থানা স্থতী মৌজে নাজিরপুর ৬ ৪৬ শতকের কাত ৯৵৮ তন্মধ্যে ৪০ শতক কাত পরতামত ॥ আঃ ৫০৲ খং নং ৮২ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩২ শতক মধ্যে ১৬ শতকের কাত ১২ পয়সা আঃ ২৫৲ খং নং ৩০৮ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ১.১ শতকের কাত ১.৫০ পয়সা আঃ ১৫০৲ খং নং ২৪০ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৭১ শতক মধ্যে ১.৮৬ শতক কাত ৪.৫০ পয়সা আঃ ৩০০৲ খং নং ৩৩১।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সাধারণতন্ত্র দিবস উৎযাপিত

গত ২৬শে জানুয়ারী সকালে জঙ্গিপুর কোর্ট ময়দানে আয়োজিত এক সরকারী অনুষ্ঠানে মর্য্যাদা সহকারে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সশস্ত্র

—পার্শ্বের কলমে উপরে দেখুন

পুলিশবাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সেই সময় সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহে, মহাবিদ্যালয়ে, সমস্ত বিদ্যালয়ে ও নাগরিকগণের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। স্থানীয় যুব-কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের পরিচালনায় এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অতিসহজ রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২
KALPANA,J.K-84-B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।